রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৩০, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

আদেশ

তারিখ, ৩০ মে ২০০৭/১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪

এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭।— বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ, এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্ত-করণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আদেশ **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(খ) "আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের প্রথম ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

(ঘ) "ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(ঙ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(চ) "কমিশন সচিবালয়" অর্থ কমিশনের সচিবালয়;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযোজিত কোন তফসিল;

(জ) "দরখাস্ত" অর্থ এই আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এই আদেশ অনুসারে কমিশন সচিবালয়ে প্রাপ্ত দরখাস্ত;

(ঝ) "পরীক্ষা" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা;

(ঞ) "প্রবেশ পদ" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর সহকারী জজের পদ;

(ট) "প্রার্থী" অর্থ প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য দরখাস্ত জমা দানকারী ব্যক্তি;

৩। **পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা**।—(১) প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়ঃসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে ***বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭** এর বিধি ৪ ও ৫-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত যোগ্যতা নিরূপণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে কমিশন, প্রয়োজনীয় ফরম নির্ধারণ, উহা ছাপানো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **প্রাথমিক পরীক্ষা**।—(১) অনুচ্ছেদ ৫ অথবা ৬-এর অধীনে গৃহীত পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, প্রার্থীর সংখ্যা এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কোন পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিশন, ১০০ নম্বরের প্রাথমিক পরীক্ষা (Preliminary Examination) গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই পরীক্ষা ****MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০টি MCQ থাকিবে ও প্রতিটি MCQ এর মান হইবে ১ (এক) নম্বর, তবে প্রতিটি MCQ এর ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হইবে**।

(২) প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ****৫০%** নম্বর পাইলে কোন প্রার্থী কৃতকার্য হইবেন এবং শুধুমাত্র উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোন প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সহিত যোগ করা হইবে না।

৫। **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, উহার মান বন্টন, সিলেবাস ইত্যাদি**।—(১) প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী, এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রথমে লিখিত এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন।

(২) **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মান বন্টন হইবে নিম্নরূপ ঃ—**

(ক) লিখিত পরীক্ষা

(১) আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ ঃ ৪০০ নম্বর

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ আগস্ট ৫, ২০০৮ এর সংশোধন।

(২) **এস, আর, ও নং ৩৪-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৬ এর সংশোধন।

(২) আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ ঃ *৫০০ নম্বর

(৩) ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ ঃ *১০০ নম্বর

(খ) মৌখিক পরীক্ষা ঃ ১০০ নম্বর

মোট ঃ ১১০০ নম্বর

(৩) লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ ১ম তফসিলে উল্লেখিত আছে, এবং কমিশন, এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত সিলেবাস প্রণয়ন ও **প্রকাশ করিবে, তবে উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক)-এর মান বন্টন অপরিবর্তিত রাখিয়া কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত তফসিলে উল্লেখিত কোন বিষয় বা উহার কোন অংশ বা বিস্তারিত সিলেবাস সংযোজন, বিয়োজন বা অন্যবিধ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) সকল প্রার্থীকে ১ম তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ হইতে যেকোন ***একটি** বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কোন বিষয়ে একাধিক অংশ থাকিলে প্রার্থীকে সকল অংশের উপর পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর হইবে ১০০ এবং উহাতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘন্টা।

৬। **জরুরী বাছাই প্রক্রিয়া**।— (১) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৫-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রবেশ পদে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিদাপত্র প্রেরণ করিলে, কমিশন, এই আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত লিখিত পরীক্ষার পূর্বে অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে প্রার্থীগণের প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীনে গৃহীতব্য পরীক্ষার মান বন্টন হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(ক) লিখিত পরীক্ষা ঃ

(১) সাধারণ বিষয় (ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান) ঃ ১০০ নম্বর

(২) আইন বিষয়সমূহ ঃ ৩০০ নম্বর

(খ) মৌখিক পরীক্ষা ঃ ১০০ নম্বর

মোট ঃ ৫০০ নম্বর

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ৩৪-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৬ এর সংশোধন।

(২) ** এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ আগস্ট ৫, ২০০৮ এর সংশোধন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীনে গৃহীতব্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহের তালিকা ২য় তফসিলে উল্লেখিত আছে এবং এই সকল বিষয়ের উপর কমিশন বিস্তারিত সিলেবাস প্রণয়ন ও ***প্রকাশ করিবে, তবে** উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক)-এ উল্লেখিত মান বন্টন অপরিবর্তিত রাখিয়া কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত তফসিলে উল্লেখিত কোন বিষয় বা উহার কোন অংশ বা বিস্তারিত সিলেবাসে সংযোজন, বিয়োজন বা অন্যবিধ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীনে ***গৃহীতব্য** পরীক্ষায়—

(ক) ২য় তফসিলের প্রথম ভাগে উল্লেখিত ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক, এবং

(খ) প্রত্যেক প্রার্থীকে ২য় তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখিত আইন বিষয়সমূহের মধ্য হইতে তাহার নির্ধারিত তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কোন বিষয়ে একাধিক অংশ থাকিলে প্রার্থীকে সকল অংশের উপর পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর হইবে ১০০ এবং উহাতে পরীক্ষা দেওয়ার নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘন্টা।

৭। **সর্বনিম্ন পাশ নম্বর**।—(১) উপ-অনুচ্ছেদ (২) সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ গড়ে ***৫০%** এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে কমিশন, গড় পাশ নম্বর ***বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে** পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত ***পরিবর্তিত** গড় নম্বর উল্লেখ করিবে।

****(২) কোন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন বিষয়ে ৩০% এর কম নম্বর পাইলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন।**

(৩) কোন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ***৫০%** এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন।

৮। **পরীক্ষার ভাষা**।—কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশনা প্রদান না করিলে একজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন একটি বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজী যে কোন একটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে একই বিষয়ে আংশিক বাংলা বা আংশিক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৯। **মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতি**।— (১) লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোর্ড গঠন করিতে পারিবে এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উক্ত বোর্ড মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় প্রার্থীর আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, হাতের লেখার স্পষ্টতা, মানসিক সর্তকতা, মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাচনভঙ্গি, নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক এবং পাঠ্যক্রম বর্হিভুত ক্রিয়াকলাপ যেমন, খেলাধুলা, বিতর্ক, শখ ইত্যাদি বিবেচনা করিবেন।

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ আগস্ট ৫, ২০০৮ এর সংশোধন।

(২) **এস, আর, ও নং ৩৪-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৬ এর সংশোধন।

১০। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা**।—(১) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার ৩য় তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত তফসিলে বর্ণিত ফরমে প্রত্যেক প্রার্থী সম্পর্কে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, উক্ত প্রার্থী প্রবেশ পদে নিয়োগলাভের জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত কিনা এবং উক্ত পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন কিনা।

(৩) প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী যোগ্য হইবেন না, যদি উক্ত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগলাভে যোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সফল সমাপ্তি কোন প্রার্থীকে অনুরূপ পদে নিয়োগের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে না।

১১। **পরীক্ষার স্থান**।—কমিশন ঢাকায় সকল পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, তবে দেশের বাহিরে অবস্থানরত প্রার্থীর সংখ্যা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে কমিশন দেশের বাহিরে কোন স্থানেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২। **দরখাস্ত আহ্বান এবং দরখাস্ত, পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি দাখিল করা**।—(১) কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হইতে প্রকাশিত দুইটি বাংলা ও একটি ইংরেজীসহ ন্যূনতম চারটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিবে।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে পূরণকৃত দরখাস্ত কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তারিখে বা উহার পূর্বে কমিশন সচিবালয়ের বরাবরে পৌঁছাইতে হইবে এবং নির্ধারিত তারিখের পরে কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা উহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যাংকের যে কোন শাখায় চালানের মাধ্যমে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রদেয় পরীক্ষার ফিস হিসাবে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অংকের টাকা জমা করিবার প্রমাণপত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং এই টাকা ফেরতযোগ্য হইবে না।

(৪) পরীক্ষার ফিস নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবরে প্রদেয় হইবে।

(৫) প্রত্যেক প্রার্থী দরখাস্তের সহিত তাহার ***পাঁচ** কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করিবেন; এবং এই ছবি দরখাস্ত দাখিলের অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা এবং কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(৬) দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম এবং অনুচ্ছেদ ১৪ তে উল্লিখিত কমিশনের নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা কমিশন সচিবালয় বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থান হইতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৭) দরখাস্তের ফরম এবং কমিশনের নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা অনুসারে ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৮) অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য সম্বলিত বা প্রয়োজনীয় দলিল বিহীন দরখাস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে;

***তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর যথাযথ মনে করিলে কোন প্রার্থীকে এক বা একাধিক দলিল দাখিলের বা সংশোধনের সুযোগ দিতে পারিবে।**

১৩। পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ।—(১) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে কমিশন সচিবালয় পরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ ঘোষণা করিবে, যথা ঃ—

(ক) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচী; এবং

(খ) অন্যান্য তথ্যসমূহ যাহা কমিশনের বিবেচনামতে প্রয়োজনীয়।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজীসহ ন্যূনতম তিনটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

১৪। তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ।—কমিশন লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাসসহ প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার আনুষঙ্গিক তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৫। মিথ্যা তথ্য দাখিলের শাস্তি।—যদি কোন প্রার্থী সজ্ঞানে কোন মিথ্যা তথ্য দাখিল করেন বা এমন কোন তথ্য দাখিল করেন যাহা তিনি মিথ্যা মর্মে বিশ্বাস করেন বা কোন তথ্য গোপন করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাল সনদপত্র দাখিল করেন বা কোন দলিলে তাহার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রার্থিতা সম্পর্কিত কোন তথ্য ঘষামাজা বা পরিবর্তন করেন, অথবা পরীক্ষার হলে ***অসদুপায় অবলম্বন বা** অসদাচরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহের জন্য যে, পরীক্ষার নিমিত্ত উক্তরূপ কার্য করিয়াছেন তাহাসহ পরবর্তী এক বা একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ আগস্ট ৫, ২০০৮ এর সংশোধন।

১৬। ঠিকানা।—দরখাস্তের নির্দিষ্ট ফরমে প্রার্থীর ডাক ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে পরিবর্তিত নতুন ঠিকানা তৎক্ষণাৎ কমিশন সচিবালয়ের সচিবকে অবগত করিতে হইবে।

১৭। প্রবেশ পত্র।—(১) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক প্রার্থীর দরখাস্ত পরীক্ষান্তে উহা সঠিকভাবে দাখিলকৃত ও উহাতে প্রদত্ত তথ্যাদি ও সংযুক্ত কাগজপত্র যথাসময়ে প্রেরিত হইলে, কমিশন সচিবালয় তাহার বরাবরে তাহার পরীক্ষার রোল নম্বর ও পরীক্ষার স্থান সম্বলিত একটি প্রবেশপত্র ইস্যু করিবে এবং উহাতে উক্ত প্রার্থীর ছবি সংযুক্ত থাকিবে।

(২) কমিশন সচিবালয় উক্ত প্রবেশ পত্র ডাকযোগে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত প্রবেশ পত্র ব্যতীত কোন প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) কোন প্রার্থীর বরাবরে ***উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র তিনি না পাইয়া থাকিলে বা উহা** হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া তন্মর্মে একটি দরখাস্ত দাখিল করেন, কমিশন সচিবালয় তাহাকে একটি ডুপ্লিকেট প্রবেশ পত্র প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা।—প্রাথমিক বা লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে এবং উক্ত গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান এক বা একাধিক বা সকল বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট প্রণয়ন, বন্টন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৯। উত্তরপত্রের গোপনীয়তা।—পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপন দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা কোন প্রার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে দেখানো হইবে না; উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার জন্য কোন দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে না; এবং এই সকল বিষয়ে কমিশন অভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

২০। শূন্য পদের সংখ্যা অবহিতকরণ, চাহিদাপত্র প্রেরণ এবং কমিশন কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন।— (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রবেশ পদে বিদ্যমান শূন্য পদের সংখ্যাসহ পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রবেশ পদে নিয়োগের চাহিদাপত্র কমিশন সচিবালয় বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে কমিশন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ আগস্ট ৫, ২০০৮ এর সংশোধন।

(৩) **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত বিধানাবলী সাপেক্ষে** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উপযুক্ত প্রার্থীগণের মধ্য হইতে কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন করিবে এবং প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য তাহাদের নাম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিতে এবং পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য তাহাদের নাম সুপারিশ করিতে পারিবে।

২১। জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুতকালীন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম অনুসরণ।—লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম সহকারী জজগণের জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

২২। নির্দেশনা।—এই আদেশের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও অন্যান্য আদেশ এবং অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে পারিবে; এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তদনুসারে কর্ম করিবেন।

***১ম তফসিল**

(অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)

[সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ]

প্রথম ভাগ

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ

মোট নম্বর–৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
১।	**সাধারণ বাংলা**	১০০
২।	**সাধারণ ইংরেজি**	১০০
৩।	**বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ :**	১০০
	ক. বাংলাদেশ বিষয়সমূহ ৫০	
	খ. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ ৫০	

নোট ঃ (১) *এস, আর, ও নং ৩০০-আইন/২০১৯, তারিখ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৪। **সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান :** ১০০

ক. সাধারণ গণিত (এস,এস,সি পর্যন্ত আবশ্যিক গণিত) ৫০

খ. দৈনন্দিন বিজ্ঞান ৫০

দ্বিতীয় ভাগ

আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর–৫০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান

১। **দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন :** ১০০

ক. Code of Civil Procedure, 1908 .....
খ. Specific Relief Act, 1877 ..... } ৬০

গ. Civil Courts Act, 1887.....
ঘ. Limitation Act, 1908 .....
ঙ. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এতদ্‌সংক্রান্ত আইন ..... } ৪০

২। **অপরাধ সংক্রান্ত আইন :** ১০০

ক. Code of Criminal Procedure, 1898 ..... ৪০

খ. Penal Code, 1860 ..... ৪০

গ. Evidence Act, 1872 ..... ২০

৩। **পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন :** ১০০

ক. মুসলিম আইন..... ৬০

খ. হিন্দু আইন..... ২০

গ. অন্যান্য আইন ২০

(১) Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939
(২) Muslim Family Laws Ordinance, 1961
(৩) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩

৪। **সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেস্ এ্যাক্ট ও আইনের ব্যাখ্যার ধারণা :** ১০০

ক. সাংবিধানিক আইন ৮০

খ. General Clauses Act, 1897 .....
গ. আইনের ব্যাখ্যার ধারণা ..... } ২০

৫। **সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন :** ১০০

ক. Contract Act, 1872.....
খ. Transfer of Property Act, 1882..... } ৬০
গ. Registration Act, 1908 .....
ঘ. State Acquisition and Tenancy Act, 1950.....
ঙ. Non-Agricultural Tenancy Act, 1949..... } ৪০

তৃতীয় ভাগ

ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর–১০০

[নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে কোন **একটি** বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে]

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান

১। **ঐচ্ছিক বিষয়-১ :** ১০০

ক. শিশু আইন, ২০১৩ .....
খ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ..... } ৬০
গ. আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন .....

ঘ. Special Powers Act, 1974 .....
ঙ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ..... } ৪০

অথবা

২। **ঐচ্ছিক বিষয়-২ :** ১০০

ক. দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন.....
খ. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২..... } ৪০

গ. Negotiable Instruments Act, 1881 .....
ঘ. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২.....
ঙ. সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ ..... } ৬০

২য় তফসিল

[অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্ট্রব্য]

[জরুরী ভিত্তিতে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ]

প্রথম ভাগ

সাধারণ বিষয়

মোট নম্বর–১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান ঃ—		
	'ক' অংশ ঃ- সাধারণ বাংলা ২৫	১০০
	'খ' অংশ ঃ- সাধারণ ইংরেজী ২৫	
	'গ' অংশ ঃ- বাংলাদেশ বিষয়সমূহ..... ২৫	
	'ঘ'অংশ ঃ- আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ..... ২৫	

দ্বিতীয় ভাগ

আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর-৩০০

[একজন প্রার্থী নিম্নবর্ণিত চারটি বিষয় হইতে যে কোন তিনটি বিষয় নির্বাচন করিতে পারিবেন]

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
১।	দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন ঃ	
	'ক' অংশ ঃ- Code of Civil Procedure,1908 (Act V of 1908).. ৫০	১০০
	'খ' অংশ ঃ- Specific Relief Act, 1877 (Act I of 1877) ২০	
	'গ' অংশ ঃ- Evidence Act , 1872 (Act I of 1872) ২০	
	'ঘ' অংশ ঃ- Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) ১০	
২।	অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঃ	
	'ক' অংশ ঃ- Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860)..... ৪০	১০০
	'খ' অংশ ঃ- Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ৪০	

'গ' অংশ ঃ- বিশেষ আইন ২০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন)

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন)

৩। পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন (Personal Laws) ঃ

'ক' অংশ ঃ-	মুসলিম আইন	৬০	১০০
'খ' অংশ ঃ-	হিন্দু আইন	৩০	
'গ' অংশ ঃ-	পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩	১০	

৪। সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ঃ

'ক' অংশ ঃ-	State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (EBA XXVIII of 1951).....	৩০	১০০
'খ' অংশ ঃ-	Non Agricultural Tenancy Act, 1949 (EBA XXIII of 1949)	২০	
'গ' অংশ ঃ-	Transfer of Property Act, 1882 (Act VI of 1882).....	৩০	
'ঘ' অংশ ঃ-	Contract Act, 1872 (Act IX of 1872)	২০	

৩য় তফসিল

[অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য]

[সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার পদ্ধতি]

১। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন এর অনুরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল বোর্ড গঠন বা কোন মেডিকেল অফিসারকে মনোনীত করিবেন। কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করিবেন এবং তাহা প্রার্থীগণকে অবহিত করা হইবে।

২। সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠিত হইবে, তবে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা তিন এর নিম্নে হইবে না। তাহাদের মধ্যে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কমিশন, মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন প্রার্থীকে পরবর্তী কোন তারিখে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪। এই তফসিলের শেষাংশে বর্ণিত ফরমে মহাপরিচালক, প্রত্যেক প্রার্থী সম্পর্কিত মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার এর প্রতিবেদন তাঁহার প্রতিস্বাক্ষরক্রমে কমিশন বরাবরে দাখিল করিবেন।

৫। কোন পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৫২৪ মিটার ও ৪৫ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৪৭৩ মিটার ও ৪০ কেজির কম হইলে তিনি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। বয়স, উচ্চতা এবং বক্ষদেশের পরিমাপের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কোন প্রার্থীকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নের ছক নির্দেশিকা হিসাবে অনুসরণ করিতে হইবে ঃ—

জুতা পরিধানকালীন উচ্চতা	**পূর্ণ শ্বাসত্যাগে বক্ষদেশের পরিমাপ (Chest measurement of full expiration)**	**সর্বনিম্ন প্রসারণ পরিসীমা (Range of expansion not less than)**
মিটার	সেন্টিমিটার	সেন্টিমিটার
১.৫২৪-১.৬৫১	৭৬.২	৫.১
১.৬৫১-১.৭২৭	৭৮.৭	৫.১
১.৭২৭-১.৭৭৮	৮১.৩	৫.১
১.৭৭৮-১.৮২৯	৮৩.৮	৫.১
১.৮২৯ এর অধিক	৮৬.৪	৫.১

৭। প্রার্থীর উচ্চতা নিম্নরূপে পরিমাপ করিতে হইবে ঃ—

কোন প্রার্থী তাহার জুতা খুলিয়া পদদ্বয় যুক্ত করিয়া পরিমাপকের সহিত তাহার কাঁধ ও নিতম্ব ঠেকাইয়া তাহার পায়ের সম্মুখভাগ বা আঙ্গুলের পরিবর্তে গোড়ালীর উপর ভর দিয়া অপ্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ব্যতীত সোজাভাবে দাঁড়াইবেন। তাহার মস্তক সোজাভাবে অনুভূমিক যষ্টিকা (horizontal bar) এর নীচে স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহার উচ্চতা মিটারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। প্রার্থীর বক্ষদেশ নিম্নরূপে পরিমাপ করিতে হইবে ঃ—

কোন প্রার্থী তাহার পদদ্বয় সংযুক্তপূর্বক দুই বাহু মাথার উপর তুলিয়া সোজা দাঁড়াইবেন। পরিমাপক ফিতাটি তাহার বক্ষদেশ ঘিরিয়া এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ইহার বহিঃপ্রান্ত তাহার পিঠের ডানে ও বাঁয়ে দুটি চেটালো অস্থি (blades)-এর যে কোন একটির নীচের কোণকে স্পর্শ করে এবং ফিতাটি যেন একই অনুভূমিক সমতল (horizontal plane)-এ স্থাপিত থাকে। অতঃপর প্রার্থী তাহার বাহুদ্বয় তাহার দুই পার্শ্বে শিথিলভাবে এমনভাবে নামাইয়া রাখিবেন যাহাতে ফিতাটি বক্ষদেশ হইতে বিচ্যুত না হয়। অতঃপর প্রার্থীকে কয়েকবার গভীরভাবে প্রঃশ্বাস নিতে বলা হইবে ও তাহার বক্ষদেশের সর্বোচ্চ প্রসারণ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার সর্বনিম্ন প্রসারণ ৮৩.৮-৮৮.৯, ৮৬.৪-৯১.৪/২.৫৪/৫.১ ইত্যাদিরূপে সেন্টিমিটারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯। প্রার্থীর ওজন পরিমাপপূর্বক তাহার ওজন কেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কেজির ভগ্নাংশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই তবে ভগ্নাংশ ০.৫ কেজি বা উহার উর্ধ্বে হইলে তাহা পূর্ণ কেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০। প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি নিম্নরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে ঃ—

(ক) **সাধারণ**—চোখের কোন রোগ বা অস্বাভাবিকতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রার্থীর চোখের সাধারণ পরীক্ষা করিতে হইবে। তির্যক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রার্থী বা যে প্রার্থীর চোখ, চোখের পাতা রোগগ্রস্ত অথবা চোখের এমন কোন রোগ বা সমস্যা রহিয়াছে যাহা তাহাকে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অক্ষম করিয়া তুলিবে, সেই প্রার্থীকে অযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(খ) **দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা** (Visual Acuity)—দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিরুপণের উদ্দেশ্যে প্রার্থীর চোখের কাছের দৃষ্টি ও দূরের দৃষ্টি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং পরীক্ষার সময় চোখের পাতা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে।

১১। কোন প্রার্থী চাকুরীতে দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তাহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিম্নবর্ণিত মানের নিম্নে হয় ঃ—

পরিমাপের মান-১

চোখ	ডান চোখ	বাম
দূরের দৃষ্টি (Distant vision)	v.6/6	v.6/6
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads-0.6/T1/N5	Reads 0.6/J1/N5

পরিমাপের মান-২

অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)	
দূরের দৃষ্টি (Distant vision)	v.6/6	চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/১২ এর নিম্নে নহে
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads-0.6/T1/N5	Reads-1/T2/N6

পরিমাপের মান-৩

অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)	
দূরের দৃষ্টি	v. চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/৬ এর নিম্নে নহে	v. চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/১২ এর নিম্নে নহে
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads 0.6/T1/N5	Reads-1/T4/N8

পরিমাপের মান-৪

	অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)
চশমা ব্যতীত দূরের দৃষ্টি	*6/24	*6/24
চশমাসহ দূরের দৃষ্টি	6/6	6/12
চশমাসহ অথবা চশমা ব্যতীত কাছের দৃষ্টি	0.6/T1/N5	0.6/T2/N6

*৬/৬ এ অস্থায়ীভাবে কমানো।

১২। চশমা ব্যতীত দূরের দৃষ্টি ৬ মিটার দূরত্ব হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং চশমা ব্যতীত কাছের দৃষ্টি পরিমাপের ক্ষেত্রে পরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্ব হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে।

১৩। রং প্রত্যক্ষকরণ (Colour Perception), নিশিকালীন দৃষ্টিক্ষীণতা (Night Blindness) এবং দৃষ্টি ক্ষেত্র (Field of Vision) ঃ—

(ক) প্রতিটি চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার সময় চোখের পাতা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(খ) মূল রং পার্থক্য করিবার অক্ষমতার কারণে কোন প্রার্থীকে অযোগ্য গণ্য করা যাইবে না, তবে ইহা পরীক্ষার সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং প্রার্থীকে তাহা জানাইতে হইবে।

(গ) হস্ত বিচলন (hand movements) দ্বারা পরীক্ষার সময় প্রত্যেক চোখের পূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেত্র (full field of vision) থাকিতে হইবে।

১৪। প্রার্থীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কতটা (degree of acuteness of vision), তাহা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ঃ—

V.P.	With glasses	Reads
V.L.	With glasses	Reads

১৫। গুরুত্বপূর্ণ অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে চক্ষুবিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। পরীক্ষকের উপস্থিতিতে ধারণকৃত প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। (১) প্রার্থীর নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে ঃ—

(ক) প্রত্যেক কানের শ্রবণ ক্ষমতা ভালো কিনা এবং কানে কোন নিরাময় অযোগ্য অসুস্থতার চিহ্ন রহিয়াছে কিনা;

(খ) বাচনভঙ্গিতে কোন প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে কিনা;

(গ) দন্তসমূহ ও দন্তসমূহের সারি ভাল অবস্থায় রহিয়াছে কিনা;
[পূর্ণভাবে ভরাট করা (Well filled) দন্তকে ভাল দন্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে]

(ঘ) বক্ষদেশ সুগঠিত ও তাহার প্রসারণ যথেষ্ট কিনা এবং তাহার হৃদপিন্ড ও ফুসফুস ভালো অবস্থায় রহিয়াছে কিনা;

(ঙ) কোন অস্বাভাবিক রোগ রহিয়াছে কিনা;

(চ) Hydrocele (severe degree of varicocle variose veins) বা অর্শ রহিয়াছে কিনা;

(ছ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বাহু ও পায়ের পাতা সুগঠিত কিনা এবং তাহার দেহের সকল সন্ধিসমূহের মুক্ত ও সঠিকভাবে চলাচলের ক্ষমতা রহিয়াছে কিনা;

(জ) কোন নিরাময় অযোগ্য চর্ম রোগ রহিয়াছে কিনা;

(ঝ) কোন জন্মগত বিকলাঙ্গতা রহিয়াছে কিনা;

(ঞ) এমন কোন তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের আলামত রহিয়াছে কিনা যাহা কোন ক্ষতিগ্রস্ত শারীরিক বা মানসিক গঠনের ইঙ্গিত করে;

(ট) শরীরে কার্যকর টিকার চিহ্ন রহিয়াছে কিনা; এবং

(ঠ) সংক্রামক কোন গুরুতর রোগ হইতে প্রার্থী মুক্ত কিনা।

(২) প্রার্থীর কোন খুঁত বা ত্রুটি পাওয়া গেলে তাহা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে এবং পরীক্ষককে এই মর্মে মতামত প্রদান করিতে হইবে যে উক্ত খুঁত বা ত্রুটির কারণে প্রার্থীর কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত ঘটিবে কিনা এবং উক্ত খুঁত বা ত্রট্টটি অস্ত্রোপচারের দ্বারা সংশোধন করা যাইবে কিনা।

১৮। প্রার্থী সংক্রামক ব্যধি হইতে মুক্ত এতদ্‌মর্মে কোন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৯। মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক একজন প্রার্থীকে কোন খুঁত বা ত্রুটির কারণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উক্ত খুঁত বা ত্রুটিসহ অযোগ্যতা ঘোষণার বিষয়টি প্রার্থীকে জানাইতে হইবে। প্রার্থী উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশন বরাবরে আপীল করিতে পারিবেন।

২০। (১) আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষা সংক্রান্ত আপীল শুনানী হইবে কিনা তদ্‌বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(২) কমিশন আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল আপীল বোর্ড গঠন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষার নিমিত্ত তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষায় ফলাফল এর বিষয়ে মেডিকেল আপীল বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনের ফরম

[প্রার্থীকে পূরণ করিতে হইবে]

১।	প্রার্থীর নাম	ঃ	
২।	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ	
৩।	মাতার নাম	ঃ	
৪।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম/মহল্লা ..... ডাকঘর .....
			থানা/উপজেলা ..... জেলা .....
৫।	বর্তমান ঠিকানা	ঃ	.....
			.....
			.....
৬।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	
৭।	জন্ম তারিখ	ঃ	
৮।	পরীক্ষার নাম	ঃ	.....তম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা
৯।	রোল নম্বর	ঃ	
১০।	প্রার্থীর স্বাক্ষর	ঃ	
১১।	তারিখ	ঃ	

মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার
কর্তৃক ব্যবহারের জন্য

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত .....তম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থী জনাব/বেগম ..... রোল নম্বর ..... এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছি এবং ..... তারিখ ..... ঘটিকায় অনুষ্ঠিত তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে আমরা নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করিলাম ঃ—

উচ্চতা (জুতা ব্যতীত) ঃ ..... মিটার ..... সেন্টিমিটার ওজন ঃ ..... কেজি।
বক্ষদেশের পরিমাপ ঃ ..... প্রশ্বাস ..... নিশ্বাস ফেলা প্রার্থীর উক্তি অনুসারে তাহার বয়স ..... বৎসর এবং দৃষ্টিগোচরতায় তাহার বয়স ..... বৎসর।

* প্রার্থী পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া থাকিলে ঃ—

বয়স	পরীক্ষার নাম	অযোগ্য ঘোষণার কারণ বা কারণসমূহ, যদি জানা থাকে

* যদি প্রার্থী পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে অযোগ্য ঘোষিত না হইয়া থাকে; তবে এই অনুচ্ছেদটি কাটিয়া দিতে হইবে।

স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার কার্যধারা অনুসরণপূর্বক আমরা/আমি প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছি।

সাধারণ নিশ্চিতকরণ .....

(ক)	চশমা ব্যতীত	ঃ	ডান চোখ ..... বাম চোখ .....
(খ)	চশমাসহ	ঃ	ডান চোখ ..... বাম চোখ .....
(গ)	ত্রুটি বা খুঁত এর প্রকৃতি ও তীব্রতা	ঃ	
(ঘ)	দাঁত	ঃ	
(ঙ)	শ্রবণ ক্ষমতা	ঃ	
(চ)	ফুসফুস	ঃ	
(ছ)	হৃদপিন্ড	ঃ	
(জ)	যকৃত	ঃ	
(ঝ)	প্লীহা	ঃ	
(ঞ)	অন্য কোন ত্রুটি অথবা বিকলাঙ্গতা	ঃ	
(ট)	শনাক্তকরণ চিহ্ন	ঃ	
(ঠ)	* প্রস্রাবে শর্করা	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত
(ড)	* Albuminuria	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত
(ঢ)	* অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত
(ণ)	* Hydrocele	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত

* প্রযোজ্যতা অনুসারে "উপস্থিত" অথবা "অনুপস্থিত" কাটিয়া দিতে হইবে।

* আমরা/আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি সুস্বাস্থ্য ও ভাল শারীরিক গঠনের অধিকারী, ক্লান্তিকর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে সক্ষম, তিনি এমন কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সহকারী জজ পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে এবং সর্বোপরি তিনি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ পদে নিয়োগলাভের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি।

অথবা

* আমরা/আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি নিম্নোক্ত কারণে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ পদে নিয়োগ লাভের জন্য একজন অযোগ্য ব্যক্তি।

[এইখানে বাতিল করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে]

[যাহা প্রযোজ্য নহে তাহা কাটিয়া দিতে হইবে]

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর	পদবী
১।	.....	.....	সভাপতি
২।	.....	.....	সদস্য
৩।	.....	.....	সদস্য
৪।	.....	.....	সদস্য
৫।	.....	.....	সদস্য

মহাপরিচালকের প্রতিস্বাক্ষর ও সীল .....

স্থান .....

তারিখ .....

কমিশনের আদেশক্রমে

এম আতোয়ার রহমান

সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।